বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড নতুন করে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে...

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাকারী হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত। ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে রাত ১২:৫৫ মিনিটে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেখানে জাতির অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক প্রশ্ন, সেই হত্যাকান্ডের বিচারের রায়ে তার সমাধান হওয়াটা কাম্য ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই রায়টি সেই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে পারবেই না বরং নতুন করে অনেকগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি করবে।

শহীদ মুজাহিদ বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড পেলেন। কিন্তু কোন্ বুদ্ধিজীবীকে তিনি হত্যা করেছেন তাই তো জানা হলো না। সবাইকেই তিনি একাই হত্যা করেছেন কি?

যদি তাই হয়, তাহলে সেই নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রী, সন্তান বা পরিবার কেন আদালতে এসে শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন না?

কোন সন্তান বা স্ত্রী কি শহীদ মুজাহিদের রায়ের পর বলতে পারবে যে, এর মাধ্যমে আমার পিতা বা স্বামী হত্যার বিচার পেলাম??

কেবলমাত্র শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের ছেলে শাহীন রেজা নূর

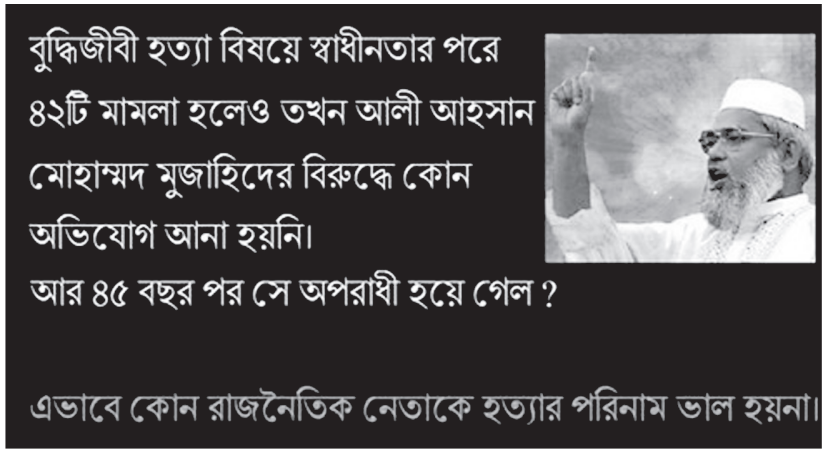

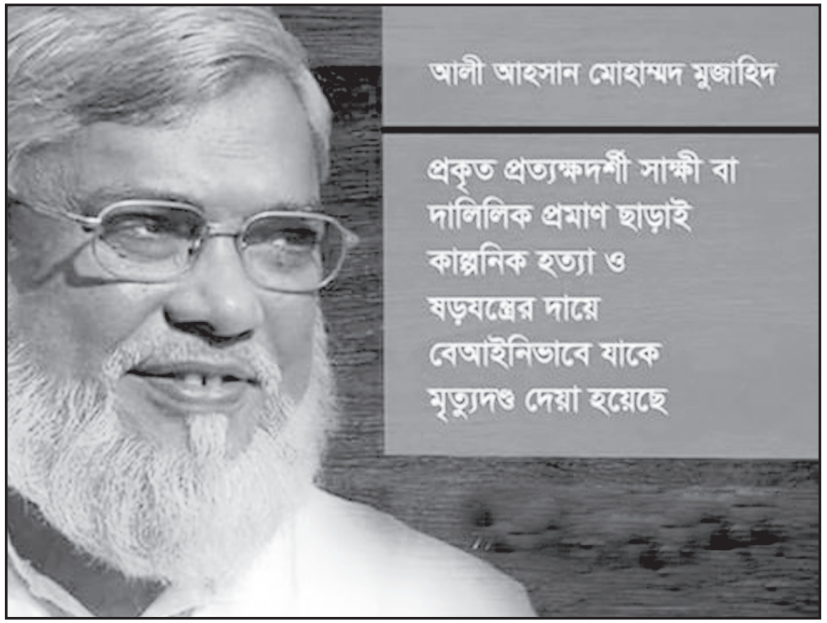

স্বাক্ষী হয়ে এসেছিলেন আদালতে। অথচ আপীল বিভাগ সেই শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের হত্যাকাণ্ড থেকেই শহীদ মুজাহিদকে খালাস দিলেন। তাহলে আর কোন্ বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় আসে জনাব মুজাহিদের উপর??

সবচেয়ে বড় কথা, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভিকটিম পরিবারগুলোর যে আক্ষেপ, আদৌ কি তার নিরসন হবে এই রায়ের মাধ্যমে?? নাকি নতুন করে আরো প্রশ্ন তৈরি হবে মানুষের মনে??

মূলত তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার, দেশের শীর্ষ রাজনীতিকদের প্রাণদণ্ডে দন্ডিত করণ ও দণ্ডাদেশ কার্যকর করার এই প্রক্রিয়াকে বিচারিক হত্যাকাণ্ড বলে অভিমত দিয়েছেন দেশী-আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ। মূলত সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই দেশের প্রথিতযশা রাজনীতিকদের নির্মম ও নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছে এবং এ ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। আসলে বিচারের নামে এসব হত্যাকান্ডে কোন অভিনবত্ব নেই বরং তা ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মতো ক্ষনজন্মা মানুষগন যুগের নকীব হিসেবে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। মূলত শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ একটি ইতিহাস ও স্বর্ণোজ্জল অধ্যায়ের নাম। তাই তাঁর অসমাপ্ত কাজের সফল পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য আমাদের সকলকে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে ইতিহাসের দায় শোধ করতে হবে। এই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রত্যয়।